গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-১

সিলেট বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জাকারিয়া বিভাগীয় কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত)
সভার তারিখ	১৭ মে, ২০২১ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ০৯.৩০ ঘটিকা
স্থান	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে স্ব স্ব সভা কক্ষ
উপস্থিতি	অনলাইন

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেনএবংকার্যপত্র মতে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হলে তা সংশোধনী ব্যতীত অনুমোদিত হয়।

০২। সভায় গতমাসে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে সভার ১নং সিদ্ধান্তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ায় তা আলোচনা থেকে বাদ দেয়ার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
<u>১. ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন মামলা পর্যালোচনা:</u> ক. সভায় জানানো হয় যে করোনা পরিস্থিতির কারণে জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি আদালতের কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ফৌজদারি আদালত পরিচালনার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়।। খ. সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে “নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দের পরিবর্তে “এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দ ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়িত হওয়ায় আলোচনা থেকে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়।	১। কোভিড১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	বিজ্ঞজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
	২। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিসহ প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরতেহবে।	বিজ্ঞজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)

২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড অব্যাহত রয়েছে। সভায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা যাতে না কমে সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অনুরোধ করা হয়। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্টের জরিমানার টাকা চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত খাতে জমাদান এবং অনলাইনে ভেরিফাই করে নিশ্চিতকরণ করছেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ চালানের অনলাইন ভেরিফিকেশন তদারকি করছেন বলে সভায় জানানো হয়। ইভটিজিং প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। খ) সভায় জানানো হয় যে, যৌন হয়রানি বিষয়ক মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদনে পরিচালিত অভিযানকে মোবাইল কোর্ট হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অভিযানে মামলা দায়ের না হলে তবে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা শূন্য ধরে মন্তব্য কলামে অভিযানের সংখ্যা উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়। গ) সভায় জানানো হয় যে, মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় গত মাসে সকল জেলার মোবাইল কোর্টের আপিল মামলার নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জিত হয়নি।	ক. মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে। খ. মোবাইল কোর্টে আদায়কৃত জরিমানার টাকা যথাযথভাবে নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইনে চালান ভেরিফিকেশন অব্যাহত রাখতে হবে। গ. ইভটিজিং প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত অভিযানে কোন মামালা দায়ের না হলে তবে সভার আলোচনামতে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ঘ.মোবাইল কোর্ট আপিল মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	ক-ঘ. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল) ঙ. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুনামগঞ্জ
৩. ই-নথি ও ই-সার্ভিস সিস্টেম ক. সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতেই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ. সভায় জানানো হয় যে ইতিপূর্বে দাপ্তরিক ই-মেইল হিসেবে বেসরকারি ই-মেইল যেমন- @gmail.com ব্যবহার করা হচ্ছিল। সম্প্রতি সরকারি ইমেইল নীতিমালা মতে বেসরকারি ই-মেইলের পরিবর্তে দাপ্তরিক ই-মেইল যেমন- @mopa.gov.bd ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	ক. ই-নথি কার্যক্রম জোরদার অব্যাহত রাখতে হবে। খ. সরকারি ইমেইল নীতিমালা মতে দাপ্তরিক ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	ক. জেলা প্রশাসক (সকল); সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
৪. অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেম চালুকরণ সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সফট বিডি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জেলা প্রশাসকগণ পত্র প্রেরণ করেছেন। সভায় জানানো হয় যে, অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সফটওয়্যারের এখনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শুধুমাত্র আবেদন গৃহীত হয়, কিন্তু নিষ্পত্তি করা যায় না।	অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় এবং সিস্টেম উন্নয়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৫. গণশুনানি সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে যথাযথ ফরম্যাট অনুসরণ করে গণশুনানী প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিট সংখ্যা ঠিক রেখে গণশুনানী প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, গণশুনানি সম্পর্কিত প্রতিবেদন একেক জেলা থেকে একেকভাবে আসছে। ফলে প্রতিবেদগুলো সমন্বিত করতে সমস্যা হচ্ছে। প্রতিবেদনগুলো একই ধরনের হওয়া প্রয়োজন। গণশুনানি সম্পর্কিত প্রতিবেদন যাতে একই ধরনের হয় সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় থেকে নমুনা প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়।	ক. গণশুনানির তথ্য সভার আলোচনা মতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। খ. প্রেরিতব্য প্রতিবেদনের একটি নমুনা প্রণয়ন করতে হবে।	ক. জেলা প্রশাসক (সকল) খ. সহকারী কমিশনার, সাধারণ শাখা১

৬. উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক-সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।	স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক/সভা পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৭. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ: সভায় জানানো হয় যে গত সভার সিদ্ধান্তমতে "করোনার দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ" পরিকল্পনা গ্রহণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভায়, মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক সকলের মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধ করা হয়। সভায় আরও জানানো হয় যে ভারতে করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় ভারতের সাথে জনচলাচল স্থলবন্দর বন্ধ রয়েছে। ভারত থেকে কেউ যাতে প্রবেশে বা অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক. করোনার সংক্রমণ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/সচেতনতামুলক কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। খ. মাস্ক পরা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা/চেক পয়েন্ট/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। গ. ভারত থেকে মানুষের প্রবেশ ও অনুপ্রবেশের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৮. কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তাধীন অভিযোগের নিষ্পত্তি: সভায় জানান হয় যে, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে কোন তদন্ত পেন্ডিং নেই। তবে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত পেন্ডিং রয়েছে।	কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করেনির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সুনামগঞ্জ)
৯. জেলা ব্রান্ডিং: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে জেলা সমূহে “জেলা ব্রান্ডিং” কার্যক্রম শেষের দিকে রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, সিলেট এবং হবিগঞ্জ জেলার ব্রান্ড বুক কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে।মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে মর্মে জেলা প্রশাসকগণ জানান।	জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১০. ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী প্রকল্প সংক্রান্ত: (ক) সভায় জানানো হয় যে গত সভার সিদ্ধান্তমতে সকল জেলা থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য গৃহীত প্রকল্প তালিকা পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ৪র্থ কিস্তির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করার জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা আয়োজনের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়। আগামী জুন ২০২১ মাস হতে এ বিষয়ে পৃথক সভা করা এবং কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয় আলোচিত হয়।	(ক) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রকল্প প্রস্তাব দ্রুততার সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকি ও সমন্বয় করার জন্য পৃথক সভা আয়োজন করতে হবে। (গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকগণ প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন।	ক. জেলা প্রশাসক (সকল) খ. সহকারী কমিশনার, সাধারণ শাখা১

১১. অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি: সভায় জানানো হয় যে দীর্ঘদিনের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যপত্রজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকরার জন্য পত্র পাওয়া গেছে।	ক. পেন্ডিং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। খ. ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনযোগ্য অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১২. পেন্ডিং তালিকা: গত সভার সিদ্ধান্ত মতে পেন্ডিং তালিকা সম্পর্কে জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করা হয়। পেন্ডিং তালিকা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।	ক. জেলা প্রশাসকগণের নিকট এ কার্যালয়ের পেন্ডিং কাজকর্ম নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসকগণের পেন্ডিং তালিকা প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১৩.বিবিধ ক. সভায় বর্তমান অর্থবছরের এপিএ এবং এনআইএস বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয় এ ছাড়া ২৫/৬/২০২১খ্রি; তারিখের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপিএ স্বাক্ষরের বিষয় আলোচিত হয়। খ. সভায়, ৩ বছরের অধিক যেসব কর্মচারী একই কর্মস্থলে রয়েছে তাদের বদলির বিষয়ে আলোচনা হয়। জেলা প্রশাসকগণ জানান উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ও পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হচ্ছে বলে তারা জানান। গ. সভায় জানানো হয় যে বিভিন্ন জেলায় অধিক হারে কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে সিলেট জেলায় ২৮ জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২১ জন, মৌলভীবাজার জেলায় ১৪ জন এবং হবিগঞ্জ জেলায় ১ জন কর্মচারীপ্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন। সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলায় অধিক সংখ্যক প্রেষণে কর্মচারী নিয়োগ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকগণদের অনুরোধ করা হয়। ঘ. সভায়, শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের চাকুরি স্থায়ীকরণের অন্যতম শর্তকেইস এনোটেশন। মামলা পরিচালনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য অন্যতম শিক্ষণীয় কার্যক্রম। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে মামলার নথি যথাযথভাবে প্রস্তুত না করে কেস এনোটেশন প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাগণ মামলা সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা লাভ করছেন না। কেস এনোটেশন যথাযথভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের যথাযথ শিক্ষা দানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ঙ. সভায় জানানো হয় যে গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা মতামতসহ ছকে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে নির্ধারিত ছক ছাড়া অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে এ বিষয়েমন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা যাচ্ছে না। চ. সভায় জানানো হয় যে জেলা-বিভাগে সহাকারী প্রোগ্রামার এর পদ শূন্য রয়েছে। পদ পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ছ. সভায় জানানো হয় যে, ল্যামিনেটেড আমন্ত্রণপত্র/কার্ড ব্যবহার না করার	ক. এপিএ এবং এনআইএস এর কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নে অধিকতর যত্নশীল হতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। খ. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপিএ ২৫/৬/২০২১খ্রি; তারিখের মধ্যে স্বাক্ষরের বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।। গ. একই কর্মস্থলে তিন বছরের অধিক কর্মরত কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘ. কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে। আগামী সভায় প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীদের তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। ঙ. কেস এনোটেশন বিষয়ে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। চ. গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের	জেলা প্রশাসক (সকল)

জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নির্দেশনা পাওয়া গেছে। গত সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও নির্দেশনা এখনো বাস্তবায়নে এখনো ব্যত্যয় লক্ষ্য করা গেছে। জ. সভায় জানানো হয় যে ইতোমধ্যে বোরো ফসল আহরণ শুরু হয়েছে। সরকারি খাদ্যশস্য ক্রয় নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচিত হয়। ঝ. সভায় জানানো হয় যে, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভাগীয় কমিশনারগণের সমন্বয় সভায় উক্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে ৭/৬/২০২১খ্রি: তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত বিল দাখিলের জন্য বলা হয়েছে। এ বিষয়ে এ কার্যালয় থেকে একটি পত্রও জারি করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচা করা হয়। ঞ. সভায় জানানো হয় সম্প্রতি একটি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষর জাল করে টাকা আত্মসাতে ঘটনা ঘটেছে। ইউএনওদের নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক হিসাব সমূহের এসএমএস বাতা সেবা চালু থাকলে এ ধরনের জালিয়াতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।	তালিকা মতামতসহ নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। ছ. সহকারী প্রোগ্রামার এর শূন্য পদের তালিকা পাঠাতে হবে। জ. ল্যামিনেশন কার্ডের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ঝ. সরকারি ধান-চাল ক্রয় নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ঞ. ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে ৭/৬/২০২১খ্রি: তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত বিল উত্তোলন নিশ্চিত করতে হবে। ট. ইউএনও কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবসমূহের লেন-দেন সম্পর্কিত এসএমএস সেবা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাকারিয়া
বিভাগীয় কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত)

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২০.২৩৬

তারিখ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
২৫ মে ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার

২) সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

৩) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

জাকারিয়া
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)